Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা মূলধ্বনির পৌনঃপুনিকতা

Volume	40
Issue	1
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	October 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.2
Pages	25-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা মূলধ্বনির পৌনঃ

Check for updates

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

বাংলাভাষার মূলধ্বনি সমূহের ব্যবহার প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও হার নির্ণয় এবং প্রসঙ্গত ধ্বনি ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু বৈশিষ্ট্য ও তথ্য প্রদানই আমাদের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

বর্তমানকালে ভাষাতত্ত্ব আলোচনার বর্ণনামূলক পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বর্ণনা মুখের ভাষার (Sopken) তা ধ্বনি সম্পর্কিত হোক বা বাক্যগঠন সম্পর্কিত হোক—সর্বত্রই মৌখিক ভাষারই বিশ্লেষণ। আধুনিক কালে লিখিত বাংলা ভাষায় মৌখিক বা কথ্যভাষারীতির প্রচলন দেখা যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কথ্যভাষারীতিকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচিত হতে থাকে। তবে বিংশ শতাব্দীতেই কথ্যরীতি প্রায় সর্বত্রই লিখিত ভাষার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। একথাগুলির উল্লেখ এজন্যই প্রয়োজন বাংলা ভাষায় যে সাধুরীতি প্রচলিত রয়েছে তা কথ্যভাষার (Sopken dialect) সঙ্গে হুবহু এক নয়। অতি সম্প্রতিকালে যে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের আলোচনা হয় সেখানেও এই মুখের ভাষারই (Sopken colloquial) বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। সুতরাং আমরা যখন ধ্বনিমূল (Phoneme) বা মূলধ্বনি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করি তখন তা এই কথ্য ভাষাকেই আশ্রয় করে হয়ে থাকে। এই কথ্যভাষার লিখিত রূপের প্রতিলিখন (ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিলিখন (transcription) থেকেই ধ্বনি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং পৌনঃপুণিকতা (শতকরা হার) নির্ণয় করে থাকি।

সাধুরীতি ও কথ্যরীতির প্রধান পার্থক্য দৃষ্ট হয় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োগে। সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপও প্রযুক্ত হয় কথ্যরীতিতে। কথ্যরীতিতে থাকে তৎসম শব্দের স্বল্প প্রয়োগ আর তদ্ভব শব্দের প্রয়োগের আধিক্য। সবশেষে থাকে উচ্চারণগত কিছু ভিন্নতা—বিশেষ করে স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে। উচ্চারণের কথা বলা হচ্ছে এজন্য যে অতি সম্প্রতিকালে উচ্চারণ অনুযায়ী কিছু শব্দের বানান লিখিত সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্যে (কলকাতা কেন্দ্রিক) এ

ধরনের কিছু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ এরকম; তালব্য অঘোষ মহাপ্রাণ -ধ্বনি (ছ) মহাপ্রাণতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণ (চ) হয়েছে। তারপর স্বরসঙ্গতি বা অভিশ্রুতির ব্যবহার তো রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গীয় (তথা কলকাতা কেন্দ্রিক) উচ্চারণে স্বরসঙ্গতি বহুল ব্যবহৃত [অর্থাৎ পাশাপাশি দুই বা ততোধিক স্বরধ্বনির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।] এক ধ্বনির প্রভাবে অন্যধ্বনির সামান্য পরিবর্তন কোথাও কোথাও বানানে (লিখিত সাহিত্যে) এসে গেছে। এই সকল পরিবর্তন বা প্রয়োগকে মেনে নিয়েই আমরা বাংলা ধ্বনিমূল ব্যবহার বৈশিষ্ট্য ও পৌনঃপুণিকতা (frequency) নির্ণয়ের প্রয়াস নিয়েছি। ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিতত্ত্ব শাখায় ধ্বনিমূলের পৌনঃপুণিকতা নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বটে।

পরিবেশের ভিন্নতার (Context) কারণে আমরা বিশেষ বিশেষ শব্দ (Word) তথা ধ্বনিসমূহ ব্যবহার করে থাকি। খেলার মাঠে আমরা অর্থাৎ দর্শকেরা যে সকল শব্দাবলী উচ্চারণ করি অথবা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় ক্রীড়া সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ মুদ্রিত হয়—সেসব শব্দাবলী নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক সভামঞ্চে অথবা দর্শন-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সভায় উচ্চারিত হয় না। এই ভিন্নতার কারণেই ধ্বনিব্যবহারের পৌনঃপুণিকতা নির্ণয়ের সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দাবলী নিয়ে তার থেকে গড় হার বের করতে হয়। আমরা এখানেও সেভাবেই অগ্রসর হয়েছি।

আমাদের জানামতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর "The origin and Development of Bengali Language" গ্রন্থের ২৭১-২৭৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ধ্বনিমূলের পৌনঃপুণিকতার (frequency) একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি বাংলাভাষার নমুনা সংগ্রহ করেন— নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে :- 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা', রবীন্দ্রনাথের কবিতা (নাম উল্লেখ করেননি), মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'; 'কপালকুণ্ডলা', গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক, আর নিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি অভিভাষণের কিয়দংশ। তিনি সর্বমোট ৯৯০০ টি ধ্বনিমূলের ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালায় লিখিত (transcribed text) পাঠ থেকে কোন ধ্বনি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার শতকরা হার নির্ণয় করেছেন। ড: চট্টোপাধ্যায় কৃত ধ্বনিমূলের হার নীচে দেওয়া হলো:

তালিকা –১

[বর্ণমালা অনুযায়ী সজ্জিত]

অ–	৬.৬৩
আ–	১১.৩২
ই–	৬.৭২
উ–	৩.০৮
এ–	৮.৯৬
এ্যা–	০.৯৮
ও–	৭.৮২

অর্ধস্বর – .০৯ ; ১.০৬ : ৪.২৫

ক–	৪.১৫	প–	২.১৪
খ–	০.৮৮	ফ–	০.৩৬
গ–	১.৫৯	ব–	৪.৪৪
ঘ–	০.১৭	ভ–	০.৪৭
ঙ–	০.৫৯	ম–	২.৭৮
চ–	১.৩৭	র –	৭.০১
ছ –	০.৭৯	ল –	৪.১৪
জ –	১.৪৬	শ –	৩.৬৪
ঝ –	০.২১	স –	০.৩৫
ট –	০.৭৪	হ –	১.৪০
ঠ –	০.১৪	ড় –	০.৬৪
ড–	০.১৭	(ঢ়)–	০.০২
ঢ –	০.১৮		
ণ –	৪.৯৭		
ত –	৩.৮৩		
থ –	০.৫৯		
দ –	২.৫১		
ধ –	০.৭৫		

পরবর্তী কালে (১৯৬০) ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী [দ্রষ্টব্য: Language. Vol –36. 1960. U. S. A.. 'ভাষাতত্ত্ব'. রফিকুল ইসলাম. পৃ: ১০০ – ১০৩] ১০১৩০টি ধ্বনিমূলের (কথ্যবাংলা] প্রতিলিখনের উপরে ভিত্তি করে ধ্বনি ব্যবহারের পৌনঃপুণিকতার হিসাব দিয়েছেন। সেটি এরূপ :

তালিকা – ২
[হারের ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

এ –	১২.৩৬	প –	১.৭৩
ও –	১০.২৭	ট –	১.৫৭
আ –	৮.১৬	ড় –	১.৫৯ [.৬৪ + .০২]
র –	৭.৭৪	এ্যা –	১.৫২
ন –	৬.৯৭	হ –	১.০৩
ক –	৬.৫৪	ভ–	০.৮৪
ই –	৫.৪৪	ছ –	০.৭৭
ল –	৫.২৩	থ –	০.৫২
ব –	৪.৪০	ধ –	০.৪২
ত –	৩.৮৭	ঘ –	০.২৫
উ –	৩.৫৮	ঠ –	০.২২
ম –	৩.৫৬	ফ –	০.২১
অ –	৩.৩৯	ঙ –	০.১৪
শ –	৩. ২১	ড –	০.০৯
(স) –	.৩৫	ঢ় –	০.০০
দ –	২.৮২	ঝ –	০.০০
জ –	২.৭৬	অর্ধস্বর :	
চ –	২.২৫	য় –	০.৫৪
খ –	২.০৬	ই –	১.২৫
গ –	১.৮৩	ও –	০.১৬
		উ –	০.০৭

বাংলা ধ্বনিমূলের পৌনঃপুণিকতা নিরূপণ করার জন্য আমি তিন ধরনের ভাষারীতি ব্যবহার করেছি।

১। সাধু ভাষারীতির লিখিত পাঠ

২। চলিত বা কথ্যরীতির লিখিত পাঠ

৩। অভিধান থেকে সংগৃহীত বহুল ব্যবহৃত পরিচিত শব্দাবলী সব পাঠের প্রতিলিখন (transcription) থেকে হার নির্ণয়ের ফলাফল এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১। সাধুরীতির পাঠ নেওয়া হয়েছে নিম্নলিখিত লেখকবৃন্দের রচনা থেকে :

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে
"মগধপুর নামে এক নগর আছে–"
ধ্বনিমূল – ৪০৮টি

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে "দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল–"

ধ্বনিমূল–৩৪৫ টি

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কঙ্কাল' গল্প থেকে–

"আমরা তিন বাল্যসঙ্গী–"

ধ্বনিমূল – ৪১৪টি

(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব) থেকে

"নন্দ মিস্ত্রি আমার –"

ধ্বনিমূল ৩২৬টি

মোট ধ্বনিমূল – ১৪৯৩টি

সাধুরীতির ভাষা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধ্বনিমূলের শতকরা হার এরূপ :

তালিকা – ৩

[সাধুরীতি]

[বর্ণমালা অনুযায়ী সজ্জিত]

অ –	১৩.৮৬	এ্যা –	০.৮০
আ –	১০.১১	ও –	০.৯৩
ই –	৯.৬৩	উ –	২.৪০
এ –	৭.৫৬	অর্ধস্বর –	১.৯৪
ক –	৪.৮২	দ –	২.৬১
খ –	১.০৭	ধ –	০.৪৬
গ –	১.৫৪	প –	১.৭৪
ঘ –	০.২০	ফ –	০.১৩
ঙ –	০.২০	ব –	৩.৪৮
চ –	০.৫৩	ভ –	০.২৬
জ –		ম –	৩.২৮
ঝ –	০.১৩	র –	৭.৭৬
ট –	০.৮৭	ল –	২.৪৭
ঠ –	০.২৬	শ –	৩.৮৮
ড –	০.২০	স –	০.৪০
ঢ –	০.৪০	হ –	১.৯৪
ণ –	৫.৪৯	ড় –	১.১৩
ত –	৩.৮৮	ঢ় –	×
থ –	০.৪৬		

২। কথ্য বা চলিত ভাষারীতির পাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নলিখিত লেখকদের রচনা থেকে :

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তিনসঙ্গী' গল্প থেকে –

"অচিরার সঙ্গে আমার – "

ও " অনেক মূঢ় আমার ছবির–"

এবং 'বিশ্ব পরিচয়' থেকে–

" তিন পিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে–"

ও 'চার অধ্যায়' থেকে

"সেই কথাটাই বলছি––"

ধ্বনিমূল সংখ্যা – ৬৪৯ + ৩১০ + ২৫৮ + ৮৫১ = ২০৬৮

(খ) প্রমথ চৌধুরী – 'বীরবল' প্রবন্ধ থেকে –

"আমি সেদিন দিল্লী গিয়ে––"

ধ্বনিমূল – ২৭৮টি

(গ) কাজী নজরুল ইসলাম – 'শিউলিমালা' গল্প থেকে–

"শিউলি তার দুচোখ ভরা........"

ধ্বনিমূল – ৫৮২টি

(ঘ) বনফুল – 'নিমগাছ' গল্প থেকে –

"কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে –"

ধ্বনিমূল – ৫০১

(ঙ) সৈয়দ মুজতবা আলী – 'চাচা কাহিনী' থেকে–

"গত শতকের শেষ আর এই শতকের–"

ও 'দেশে-বিদেশে' থেকে

"পড়ন্ত রোদের দীর্ঘতরুর ––"

ধ্বনিমূল – ৪০৩ + ৩৪৯ = ৭৫২টি

(চ) বুদ্ধদেব বসু – 'তুমি কেমন আছো' গল্প থেকে–

"একদিন ছুটি নেবো আমি –নিতেই হবে ––"

ধ্বনিমূল – ৩৫৪টি

(ছ) শওকত ওসমান – 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' – গল্প থেকে
"কত দরিদ্র আমাদের গ্রাম –"
ধ্বনিমূল – ১৮১টি

(জ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ – 'চাঁদের অমাবস্যা' থেকে
"অবশেষে মাঠ ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়–"
ধ্বনিমূল – ৭৪২টি

সর্বমোট ধ্বনিমূল – ৫৪৫৮টি

তালিকা - ৪ (ক) : কথ্যরীতির ধ্বনিমূলের হার
[বর্ণমালা অনুযায়ী সজ্জিত]

অ –	৯.৫৪	ক –	৪.৪৭
আ –	১০.৬৮	খ –	০.৯
ই –	৭.২৭	গ –	০.৯৮
এ –	১০.০৫	ঘ –	.০২
এ্যা –	.০৭	ঙ –	.০৬
ঔ –	২.৯০	চ –	১.১৩
উ –	৩.২৪	ছ –	১.৪১
অর্ধস্বর –	২.১০	জ –	১.৭০
		ঝ –	.০১
ট –	.৯৩	প –	১.৫
ঠ –	.০৪	ফ –	.০২
ড –	.০২	ব –	২.৭২
ঢ –	.০১	ভ –	.০৪
ণ –	৪.১৯	ম –	২.৫
ত –	৩.৪৯	র –	৬.৫
থ –	.০৬	ল –	৩.৮১
দ –	২.২১	শ–	৩.৬
ধ –	.০৬	স –	.০২
		হ –	.০৯
		ড় –	.০৬
		ঢ় –	.০০১

তালিকা – ৪ (খ) : কথ্যরীতির ধ্বনিমূলের হার
[হারের ক্রম অনুসারে সজ্জিত]

আ –	১০.৬৮	চ –	১.১৩
এ –	১০.০৫	গ –	.৯৮
অ –	৯.৫৪	খ –	.৯৭
ই –	৭.২৭	ট –	.৯৩
র –	৬.৫০	এ্যা –	.০৭
ক –	৪.৪৭	থ –	.০৬
ন –	৪.১৯	ঙ –	.০৬
ল –	৩.৮১	ধ –	.০৬
শ –	৩.৬০	ড় –	.০৬
ত –	৩.৪৯	ভ –	.০৪
উ –	৩. ২৪	ঠ –	.০৪
ও –	২.৯০	ফ –	.০২
ব –	২.৭২	ড –	.০২
ম –	২.৫০	স –	.০২
দ –	২.১১	ঘ –	.০২
অর্ধস্বর–	২.১০	ঢ –	.০১
জ –	১.৭০	ঢ় –	.০০১
প –	১.৫০		
ছ –	১.৪১		

অভিধান থেকে সংগৃহীত ধ্বনিমূল সংখ্যাগুলি এরূপ :

শব্দের আদিতে 'অ' –২৫৯টি ধ্বনিমূল, 'আ' থেকে 'উ' পর্যন্ত ৩৩৬টি ধ্বনিমূল; 'ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত ৩৯০টি ; 'জ' থেকে 'ঢ' পর্যন্ত - ২৭৯টি; 'ত' থেকে 'ধ' পর্যন্ত ৩৩১টি ; 'ন' থেকে 'প' পর্যন্ত – ৩৩৫টি ; 'ফ' কে 'ভ' পর্যন্ত ৪৬৪টি, 'ম' থেকে 'ল' পর্যন্ত ৪১২ ; 'শ' থেকে 'হ' পর্যন্ত ৩৪৮টি – মোট ৩১২৪টি ধ্বনিমূল।

অভিধান থেকে সংগৃহীত ধ্বনিমূলের হার এরূপ:

তালিকা - ৫
[বর্ণমালা অনুযায়ী সজ্জিত]

অ -	১৩.৮০	এ্যা -	০.০৮
আ -	১৭.৬০	ও -	৩.০০
ই -	৬.৬৫	উ -	৩.৭৭
এ -	১.৩১	অর্ধস্বর-	০.৭৬

ক -	৪.২৫	প -	৩.৩৯
খ -	১.২৮	ফ -	০.৬৪
গ -	১.৫৬	ব -	৪.০৯
ঘ -	০.৩২	ভ -	১.০২
ঙ -	০.৭২	ম -	৩.৬৪
চ -	১.২৮	র -	৪.৬৪
ছ -	০.৭৩	ল -	৪.৩২
জ -	২.০৪	শ -	৪.০৯
ঝ -	০.৩৮	স -	০.৩২
ট -	১.৫৩	হ -	১.৩৭
ঠ -	০.৭৬	ড় -	০.৯৬
ড -	০.৩৫	ঢ় -	×
ণ -	৪.৪৪		
ত -	৩.২৬		
থ -	০.৫১		
দ -	২.৪৯		

সাধুরীতির গদ্য, কথ্যরীতির গদ্য ও অভিধানের শব্দাবলী থেকে সংগৃহীত ধ্বনিমূলগুলির প্রথম পনরটির পৌনঃপুনিকতা (frequency) এরূপ।

তালিকা - ৬

১. সাধুরীতি :

অ -	১৩.৮৬	শ -	৩.৮৮
আ -	১০.১১	ব -	৩.৪৮
ই -	৯.৬৩	ম -	৩.২৮
র -	৭.৭৬	দ -	২.৬১

এ –	৭.৪৬	ল –	২.৪৭
ণ –	৫.৪৯	উ –	২.৪০
ক –	৪.৮২	হ –	১.৯৪
ত –	৩.৮৮	অর্ধস্বর–	১.৯৪

২. কথ্যরীতি :

আ –	১০.৬৮	শ –	৩.৬০
এ –	১০.০৫	ত –	৩.৪৯
অ –	৯.৫৪	উ –	৩.২৪
ই –	৭.২৭	ও–	২.৯০
র –	৬.৫০	ব –	২.৭০
ক –	৪.৪৭	ম –	২.৫০
ণ –	৪.১৯	অর্ধস্বর–	২.১০
ল –	৩.৮১		

৩. অভিধান :

আ –	১৭.৬০	শ –	৪.০৯
অ –	১৩.৮০	উ –	৩.৭৭
ই –	৬.৬৫	ম –	৩.৬৪
র –	৪.৬০	প –	৩.৩৯
ণ –	৪.৪৪	ত –	৩.২৬
ল –	৪.৩২	ও –	৩.০০
ক –	৪.২৫	দ –	২.৪৯
ব –	৪.০৯		

সাধুরীতির ভাষায় স্বরধ্বনির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আর অভিধান থেকে সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যেও স্বর ধ্বনিমূলের হার সবচেয়ে বেশী। অভিধানে 'আ' ধ্বনিমূলের হার – ১৭.৬০, দ্বিতীয় স্থানে 'অ' –অভিধানে 'অ' এর হার ১৩.৮০, আর সাধুরীতির ভাষায় 'অ' এর হার ১৩.৮০। এর কারণ হিসাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে 'অ' বা 'আ' এই উপসর্গ (বদ্ধ রূপমূল) যোগে বাংলা ভাষার

বিশেষ্য [বা বিশেষণ] শব্দের নঞর্থক (negative) রূপতৈরী হয়। যেমন: সুখ— অসুখ: সুস্থ—অসুস্থ; সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট; কাল—অকাল; ইত্যাদি।

এবার আমরা শুধু স্বরধ্বনিমূলের হারের ক্রম লক্ষ করবো। নীচে চট্টোপাধ্যায়, ফার্গুসন/চৌধুরী, এবং আমার নির্ণীত হার উল্লেখ করা হলো।

তালিকা -৭

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :

আ- ১১.৩২
এ - ৮.৯৬
ও - ৭.৮২
ই - ৬.৭৭
অ - ৬.৬৩
উ - ৩.০৮
এ্যা- ০.৯৮
অর্ধস্বর- ৫.৪০

(খ) ফার্গুসন/চৌধুরী

এ - ১২.৩৬
ও - ১০.২৭
আ - ৮.১৬
ই - ৫.৪৪
উ - ৩.৫৮
অ - ৩.৩৯
এ্যা- ০.৯৮
অর্ধস্বর- ২.৪৭

আমার নির্ণীত হার :

আ - ১০.৬৮
এ - ১০.০৫
অ - ৯.৫৪
ই - ৭.২৭
উ - ৩.২৪
ও - ২.৯০

অর্ধস্বর - ২.১০

এ্যা- .০৭

প্রথমেই অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর হার লক্ষ করলে উপরের তিনটি তালিকায়ই এদের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর ফার্গুসন- চৌধুরীর অর্ধস্বরধ্বনির ধারণায় (Concept) বেশ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। চৌধুরী ৪টি অর্ধস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই চারটি ধ্বনি হচ্ছে য়, ই, ও, উ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাত্র দুটি অর্ধস্বরের য়, ও) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আমাদের ধারণা অর্ধস্বর তিনটি: য়, ই, ও। চতুর্থ অর্ধস্বর ধ্বনি 'উ' এর উদাহরণ নেই বললেই চলে [একটি মাত্র উদাহরণ—বউ] এখানে আর একটি মূল স্বরধ্বনির (Vowel phoneme) কথা বলা যেতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাই এই মূল স্বরধ্বনির একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েছেন। (ঘরের) কোণে (বিয়ের) ক'নে। শেষেরটির উচ্চারণে ক এর পরে একটি ও' ধ্বনি (বা মূলধ্বনি) আছে। [এই প্রবন্ধের শেষের দিকে আমি আরও দুটি উদাহরণ দিয়েছি।

চট্টোপাধ্যায়-এর তালিকায় 'ও' ধ্বনিটি তৃতীয়স্থানে (৭.৮২) এবং চৌধুরীর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে (১০.২৭) অবস্থান করছে। আধুনিক কালের উচ্চারণে অকারান্ত শব্দ কিছুটা গোলাকৃতি((rounded) হয়ে 'ও' কারের কাছাকাছি চলে যায়। যেমন- ভাল—ভালো, কাল—কালো, মত—মতো। বানানে সাধারণত ও-কার দেওয়া হয় না। তবে কদাচিৎ কোন কোন লেখক বানানে ও-কার দিয়ে থাকেন। এই ও-কারের উচ্চারণ কিন্তু যথার্থ ও-কারের মত হুবহু একই রকমভাবে উচ্চারিত হয় না। কাজেই উচ্চারণের হেরফেরে কিংবা বানানের ভিন্নতার জন্য এই ধ্বনিটির হারের পার্থক্য লক্ষ্য করার মত।

উপরের সবগুলি তালিকা লক্ষ্য করলেই এটি সুস্পষ্ট যে বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির ব্যবহার-তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। আমার তালিকায় সংগৃহীত স্বরধ্বনির হার ৪৬.৫৮। অর্থাৎ ৮টি মূলস্বরধ্বনি (অর্ধস্বর) শতকরা ৪৬.৫৮ হারে ব্যবহৃত হয় আর বাকী ২৯টি মূল ব্যঞ্জনধ্বনি ৫৩.৪২% হারে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি স্বরধ্বনির গড় হার ৫.৮২২৫% আর ব্যঞ্জনধ্বনির গড় হার ১.৮৪২%।

আমার তালিকার (৪খ) [স্বরও ব্যঞ্জন মিলিত] পঞ্চম স্থানে আছে 'র' - চট্টোপাধ্যায় ও ফার্গুসন-চৌধুরীর তালিকায় দেখা যায় চতুর্থস্থানে অবস্থান করছে 'র' মূল ব্যঞ্জন ধ্বনিটি। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে 'র' এর স্থান প্রথম। কারণ হিসাবে সম্ভবত এই কথা বলা যায় -'র' বাংলা ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তি [বদ্ধ রূপমূল]। বাক্যে

যখন শব্দ [তথা রূপমূল] ব্যবহৃত হয় এখন এই বিভক্তিটির প্রয়োগ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। যে কোন বিশেষ্য রূপমূলের [বা সর্বনাম] সঙ্গে এই 'র' (বা এর) বদ্ধরূপমূলটি যুক্ত হয়ে যায়।

আবার. যে কোন তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূর্ধণ্য ধ্বনি গুলির-ব্যবহার অত্যন্ত কম।

আমার তালিকায় [তিনটি ই] পৃথক ভাবে এদের শতকরা হার এরূপ:

কথ্য		সাধু	অভিধান
ট -	০.৯৩	০.৮৭	১.৫৩
ঠ -	০.০৪	০.২৬	০.৭৬
ড -	০.০২	০.২০	০.৩৫
ঢ -	০.০১	০.৪০	০.২৮

এবার চট্টোপাধ্যায়ের তালিকা (১) দেখা যাক :

ট -	০.৭৪
ঠ -	০.১৪
ড -	০.১৭
ঢ -	০.১৮

চৌধুরীর তালিকা (তালিকা ২) দেখা যাক :

ট -	১.৫৭
ঠ -	০.২২
ড -	১.৫৯
ঢ -	০.০০

আমার তিনটি তালিকায় গৃহীত সর্বমোট ধ্বনিমূলের (১০০১৫) হিসাব থেকে প্রাপ্ত ধ্বনির ব্যবহার এরূপ। এই তালিকাটি আমার সংগৃহীত ধ্বনিমূলের চূড়ান্ত তালিকা :

তালিকা -৮

[বাংলা ধ্বনিমূলের গড় হার]

[হারের ক্রম অনুসারে সজ্জিত]

আ -	১২.৭৯	হ -	১.৩৩
অ -	১২.৪০	খ -	১.১৭
ই -	৭.৮৫	ট -	১.১১
এ -	৬.৩৬	চ -	০.৯৮

র –	৬.২৮	ছ –	০.৮৩
ণ –	৪.৭০	এ্যা –	০.৭৬
ক –	৪.৫১	ড় –	০.৭১
শ –	৩.৮৫	স –	০.৬৪
ত –	৩.৫৪	ধ –	০.৫২
ল –	৩.৫৩	ভ –	০.৪৪
ব –	৩.৪৩	ঠ –	০.৩৫
ম –	৩.১৪	থ –	০.৩৪
উ –	৩.১৩	ঙ –	০.৩২
দ –	২.৪৩	ফ –	০.২৬
ও –	২.২৭	ট –	০.২৩
প –	২.২১	ড –	০.১৯
জ –	১.৬৩	ধ –	০.১৮
অর্ধস্বর –	১.৬০	ঝ –	০.১৭
		ঢ় –	০.০০১

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে অনুনাসিক ধ্বনিকে হিসাবের মধ্যে বিবেচনা করা হয়নি। কেননা অনুনাসিক (চন্দ্রবিন্দু ঁ) কোন মূল ধ্বনি নয়—যদিও অনুনাসিক ধ্বনির মূল ধ্বনির (phoneme) লক্ষণ আছে। যেমন- কাদা—কাঁদা, ছাদ—ছাঁদ, বাধা—বাঁধা, প্রভৃতি শব্দজোড় অনুনাসিক ধ্বনির কারণে শব্দার্থ পৃথক হয়ে যায়। অনুনাসিক ধ্বনি সাধারণত স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। স্বাধীনভাবে ব্যবহার হয় না বলে এদেরকে মূলধ্বনি বলা যাবে না। আমার সংগৃহীত কথ্যভাষার মোট ৫৪৫৮টি ধ্বনির মধ্যে মাত্র ১৩/১৪টি অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। [অবশ্য পূর্ববঙ্গীয় মৌখিক উচ্চারণে অনুনাসিক লুপ্ত হয়—কিন্তু লিখিত ভাষায় এর প্রয়োগ আছে]

আমার মনে হয় ধ্বনির পৌনঃপুণিকতা নির্ণয়ে কোন দুজনের নির্ণীত হিসাব হুবহু এক হবে না। এক না হলেও এই হার থেকে ধ্বনি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের ধারা (Pattern) বোঝা যাবে।

এবার ১.২.৮ নম্বর তিনটি তালিকা থেকে প্রাপ্ত প্রথম দশটি ধ্বনিমূলের উল্লেখ করে ধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

তালিকা -৯

(১) চট্টোপাধ্যায়কৃত		(২) চৌধুরী কৃত		(৮) আমার কৃত	
আ-	১১.৩২	এ -	১২.৩৬	আ -	১২.৭৯
এ -	৮.৯৬	ও -	১০.২৭	অ -	১২.৪০
ও -	৭.৮২	আ -	৮.১৬	ই -	৭.৮৫
র -	৭.০১	র -	৭.৭৪	এ -	৬.৩৬
ই -	৬.৭২	ণ -	৬.৯৭	র -	৬.২৮
অ -	৬.৬৩	ক -	৬.৫৪	ণ -	৪.৭০
ন -	৪.৯৭	ই -	৫.৪৪	ক -	৪.৫১
ব -	৪.৪৪	ল -	৫.২৩	শ -	৩.৮৫
ক -	৪.১৫	ব -	৪.৪০	ত -	৩.৫৪
ত -	৩.৮৩	ত -	৩.৮৭	ল -	৩.৫৩

এই তিনটি তালিকায়ই নিম্নের ৭টি ধ্বনি আছে :

আ, এ, র, ই, ণ, ক, ত।

তাদের অবস্থান (Position) যেখানেই থাকুক, স্থানের (Position) হয়তো হুবহু এক হবে না। 'র-' কথা আগে বলা হয়েছে।

(১) ও (২) তালিকায় 'র'- চতুর্থস্থানে, (৮) নম্বর তালিকায়—পঞ্চম স্থানে। 'ত' ধ্বনিটি (১) ও (২) তালিকায় দশম স্থানে, (৮) নম্বর (আমার) তালিকায় নবম স্থানে আছে। চট্টোপাধ্যায় (১) তালিকায় প্রথম স্থানে আছে 'আ' –আমার (৮) তালিকায়ও প্রথম স্থানে 'আ', চৌধুরীর (২) তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে 'আ'। 'এ' ধ্বনিটি চট্টোপাধ্যায়ের (১) তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে, চৌধুরীর (২) তালিকায় প্রথম স্থানে, আমার তালিকা (৮) চতুর্থস্থানে -। 'ও' ধ্বনিটি চট্টোপাধ্যায়ের (১) তালিকায় তৃতীয় স্থানে, চৌধুরীর তালিকায় –দ্বিতীয় স্থানে, আর আমার (৮) তালিকায় আদৌ নেই। সম্ভাব্য কারণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'ই' ধ্বনিটি চট্টোপাধ্যায়ের তালিকার পঞ্চম স্থানে, চৌধুরীর তালিকায় সপ্তম স্থানে, আমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে। 'অ' ধ্বনিটি চট্টোপাধ্যায়ের তালিকায় সপ্তম স্থানে, আমার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে, আর চৌধুরীর তালিকায় আদৌ নেই। 'ক' ধ্বনিটি চট্টোপাধ্যায়ের তালিকায় নবম স্থানে, চৌধুরীর তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে, আমার তালিকায় সপ্তম স্থানে।

পরিশেষে বাংলা ভাষায় মোট মূল ধ্বনি (Phoneme) কয়টি— সে সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

বাংলা মূল স্বরধ্বনি হচ্ছে ৭টি। এগুলো অ আ ই, এ, এ্যা ও এবং উ। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন ৮টি মূল স্বরধ্বনি। তিনি 'ও' ধ্বনির কাছাকাছি আর একটি মূলধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি হলো –ক'নে (বিয়ের কন্যা) এই শব্দটিতে ক'-এর পরে যে ধ্বনিটি আছে— সেটি 'অ' এবং 'ও' এর মাঝামাঝি পুরোপুরি 'ও' ধ্বনিও নয়, আবার পুরোপুরি 'অ' ধ্বনিও নয়। অর্থাৎ অর্ধগোলাকার ধ্বনি। সমস্যা হচ্ছে হাই মাত্র একটি উদাহরণ দিয়েছেন। অবশ্য আমার জানা মতে আরও দুটি উদাহরণ আমি দিতে পারি। বোল—আমের মুকুল অর্থে, আবার বোল—কথা, অর্থে। প্রথম 'বোলের' 'ও'-কারটি পুরো 'ও'-কার নয় বলেই আমার ধারণা। খইল, খৈল অর্থে খোল, আবার বালিশের খোল, বা খোলা ক্রিয়ার আদেশভাব বুঝাতে খোল। এখানে প্রথম খোল (খৈল) এর 'ও-কার পুরোপুরি 'ও' -কার নয়, দ্বিতীয় খোল কিন্তু সম্পূর্ণ গোলাকৃতি।

আবার অর্ধস্বর ধ্বনির ক্ষেত্রেও মত বিরোধ আছে। চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দুটি— য়, এবং 'ও'। চৌধুরী বলেছেন ৪টি ই, য়, ও, উ। অনেকে বলেন –তিনটি ই, য়, ও। 'উ' এর উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় না। মূল ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে (Consonant Phoneme) খুব মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না। অনেকে ২৯টি মূল ধ্বনির কথা স্বীকার করেন।

ক	চ	ট	ত	প	ঙ	র	ড়
খ	ছ	ঠ	থ	ফ	ণ	ল	হ
গ	জ	ড	দ	ব	ম	শ	
ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ভ		স	

শুধু একটি ব্যঞ্জন (মূলধ্বনি) নিয়ে কিছুটা বক্তব্য আছে: সেটি – ঢ়। এই মহাপ্রাণ ধ্বনিটির উচ্চারণ আঞ্চলিক (উপভাষা) ভাষার মধ্যেই শুধু পাওয়া যায়। তদুপরি এর শব্দজোড় পাওয়া যায় না। তদুপরি 'ঢ়' ধ্বনি কোন শব্দের আদিতে বসে না। [অবশ্য 'ড়' ধ্বনি সম্পর্কেও এই উক্তি সত্য, আবার নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ঙ' সম্পর্কেও এই উক্তি সত্য।]

বাংলাভাষায় 'ঢ়' ধ্বনিযুক্ত শব্দ তালিকা এখানে সংযোজিত হলো: উঢ়, গাঢ়, বুঢ়া, (মধ্য/প্রাচীন বাংলা) আষাঢ়, রূঢ়ি, অনূঢ় নবোঢ়া, ব্যূঢ়।